Wednesday, March 23, 2022

TRUE & IMPARTIAL
edaily sun

A replica of Titanic, a British passenger liner which sank in the North Atlantic Ocean on April 15, 1912 after striking an iceberg during its maiden voyage, has been installed on the premises of National Museum of Science and Technology in the capital. The replica was inaugurated on Tuesday.

Titanic replica opens at NMST

STAFF CORRESPONDENT

A beautiful replica of historic ship Titanic has been installed at the northeast corner of the National Museum of Science and Technology (NMST).

Science and Technology Minister Architect Yeafesh Osman inaugurated the ship on Tuesday at a festive gathering of children organised to commemorate the birth anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

The 60-foot superstructure built at a cost of Tk 1.78 crore has been added as an exhibition object of the museum, setting a new milestone in its history.

Museum Director General Mohammad Munir Chowdhury said, "The ship was built not only for entertainment but also to give scientific ideas to the young generation about the ship's construction style, construction defects, cause of shipwreck and so on."

Titanic, a British passenger liner, sank in the North Atlantic Ocean on April 15, 1912 after striking an iceberg during its maiden voyage.

যুগান্তর

যুগান্তর প্রতিবেদন
২২ মার্চ ২০২২, ০৮:৩৪ পিএম | অনলাইন সংস্করণ

9 Shares

টাইটানিক জাহাজের রেপ্লিকা

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সামুদ্রিক আবহ তৈরি করে ভাসানো হয়েছে ঐতিহাসিক টাইটানিক জাহাজের অনিন্দ্য সুন্দর এক মডেল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী স্মরণে আয়োজিত শিশুদের এক উৎসবমুখর সমাবেশে আজ (শুক্রবার) এ জাহাজটি উদ্বোধন করেন।

১ কোটি ৭৮ লাখ টাকা ব্যয়ে ৬০ ফুট দৈর্ঘ্যের সুপারস্ট্রাকচারের এ জাহাজটি বিজ্ঞান জাদুঘরের প্রদর্শনী বস্তু হিসেবে সংযোজিত হয়ে জাদুঘরের ইতিহাসে নতুন মাইলফলক রচনা করেছে।

কৃত্রিম এক জলাধারে প্রপেলারের ঘূর্ণনে এবং জাহাজের ভেঁপুর শব্দে জাদুঘর প্রাঙ্গণ পরিণত হয়েছে একখণ্ড সমুদ্রে। ১৯১২ সালে আটলান্টিকে ডুবে যাওয়া বিলাসবহুল প্রমোদতরী টাইটানিক জাহাজটির অনুকরণে এ মডেলটি স্থাপন করা হয়। এ জাহাজের কেবিন ও ডেক এমনভাবে সজ্জিত করা হয়েছে, যেন এটি বাস্তবে এক যাত্রীবাহী জাহাজ।

জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী এ প্রকল্পের স্বপ্নদ্রষ্টা, যার সুদক্ষ নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি এখন অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। তিনি বলেন, ‘শুধু বিনোদন নয়, জাহাজের নির্মাণশৈলী, নির্মাণগত ত্রুটি, জাহাজ ডুবির কারণ ইত্যাদি বিষয়ে তরুণ প্রজন্মকে বৈজ্ঞানিক ধারণা দিতে জাহাজটি তৈরি করা হয়েছে।’

এ উপলক্ষে শিশু-কিশোরদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু স্মরণে আয়োজন করা হয় গান, কবিতা আবৃত্তি ও বক্তৃতার আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বলেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা। পিতার দেখানো পথে তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করেছেন। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ এখন শতভাগ বিদ্যুতায়নের দেশে প্রবেশ করেছে।’

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেন এবং ড. শাফায়েত হোসেন খাঁন।

রাজধানীর তিনটি স্বনামধন্য স্কুলের প্রায় আড়াইশ শিশু শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিজ্ঞান বক্তৃতা, কবিতা আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিজয়ী শিক্ষার্থীদের জাদুঘরের পক্ষ থেকে স্মারক উপহার প্রদান করা হয়।

কালের কণ্ঠ

বুধবার, ২৩ মার্চ, ২০২২

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্মরণে আগারগাঁওয়ে বিজ্ঞান জাদুঘরে আয়োজিত শিশু উৎসব ও প্রতীকী টাইটানিক জাহাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল তোলা। ছবি : কালের কণ্ঠ

‘ভাসল সেই টাইটানিক’

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

আটলান্টিক মহাসাগরে ১৯১২ সালে ডুবে যায় বিলাসবহুল প্রমোদতরি টাইটানিক। কৃত্রিমভাবে সামুদ্রিক আবহ তৈরি করে গতকাল মঙ্গলবার ভাসানো হলো সেই টাইটানিকের মডেল। রাজধানীর জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে এই মডেল প্রদর্শনীর জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত শিশু উৎসবে গতকাল প্রদর্শনীর জন্য টাইটানিকের মডেল উদ্বোধন করা হয়। শিশু উৎসবের আয়োজন করে আগারগাঁওয়ের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর।

উৎসবের শুরুতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কৃত্রিমভাবে সামুদ্রিক আবহ তৈরি করা হয়। দৃষ্টিনন্দন সেই আবহে ভাসানো হয়েছে ঐতিহাসিক টাইটানিক জাহাজের একটি মডেল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ফুপতি ইয়াফেস ওসমান এর উদ্বোধন করেন। এর মাধ্যমে এক কোটি ৭৮ লাখ টাকা ব্যয়ে ৬০ ফুট দৈর্ঘ্যের এ মডেল জাহাজটি প্রদর্শনীর জন্য উন্মুক্ত করা হলো।

> “
> শুধু বিনোদন নয়, জাহাজের নির্মাণশৈলী, নির্মাণগত ত্রুটি, জাহাজডুবির কারণ ইত্যাদি বিষয়ে তরুণ প্রজন্মকে বৈজ্ঞানিক ধারণা দিতে জাহাজটি তৈরি করা হয়েছে
>
> **মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী**
> জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক

টাইটানিকের আদলে জাহাজটি নির্মাণ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী বলেন, ‘শুধু বিনোদন নয়, জাহাজের নির্মাণশৈলী, নির্মাণগত ত্রুটি, জাহাজডুবির কারণ ইত্যাদি বিষয়ে তরুণ প্রজন্মকে বৈজ্ঞানিক ধারণা দিতে জাহাজটি তৈরি করা হয়েছে।’

জাহাজ উদ্বোধনের পর সাংস্কৃতিক পর্বে রাজধানীর তিনটি স্কুলের প্রায় আড়াই শ শিশু শিক্ষার্থীকে নিয়ে বিজ্ঞান বক্তৃতা, কবিতা আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধুর জীবন, আদর্শ ও চেতনার ওপর বক্তব্য দেয়। কেউ কেউ আবৃত্তি পরিবেশন করে। মুগ্ধে শিক্ষার্থীরা এ সময় দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করে মুগ্ধতা ছড়িয়ে দেয়। পরে জাদুঘরের পক্ষ থেকে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের স্মারক উপহার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান বলেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা। পিতার দেখানো পথে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করেছেন, যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ এখন শতভাগ বিদ্যুতায়নের দেশে প্রবেশ করেছে।’ মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে দেশের উন্নয়ন নিয়ে বিভিন্ন সময় নিজের লেখা কয়েকটি কবিতাও আবৃত্তি করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক আশফাক হোসেন ও শাফায়েত হোসেন খান।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

২৩ মার্চ, ২০২২ ১০:২৩

বিজ্ঞান জাদুঘরে ভাসল ‘সেই টাইটানিক’

অনলাইন ডেস্ক

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সামুদ্রিক আবহ তৈরি করে ভাসানো হয়েছে বিলাসবহুল প্রমোদতরি টাইটানিক জাহাজের অনিন্দ্য সুন্দর এক মডেল।

মঙ্গলবার রাজধানীর জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে এই মডেল প্রদর্শনীর জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও
জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত শিশু উৎসবে প্রদর্শনীর জন্য টাইটানিকের মডেল উদ্বোধন করা হয়।

১ কোটি ৭৮ লাখ টাকা ব্যয়ে ৬০ ফুট দৈর্ঘ্যের সুপারস্ট্রাকচারের এ জাহাজটি বিজ্ঞান জাদুঘরের প্রদর্শনী বস্তু হিসেবে সংযোজিত হয়ে জাদুঘরের ইতিহাসে নতুন মাইলফলক রচনা করেছে।

কৃত্রিম এক জলাধারে প্রপেলারের ঘূর্ণনে এবং জাহাজের ভেঁপুর শব্দে জাদুঘর প্রাঙ্গণ পরিণত হয়েছে একখণ্ড সমুদ্রে। ১৯১২ সালে আটলান্টিকে ডুবে যাওয়া বিলাসবহুল প্রমোদতরী টাইটানিক জাহাজটির অনুকরণে এ মডেলটি স্থাপন করা হয়। এ জাহাজের কেবিন ও ডেক এমনভাবে সজ্জিত করা হয়েছে, যেন এটি বাস্তবে এক যাত্রীবাহী জাহাজ।

টাইটানিকের আদলে জাহাজটি নির্মাণ প্রসঙ্গে জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী বলেন, ‘শুধু বিনোদন নয়, জাহাজের নির্মাণশৈলী, নির্মাণগত ত্রুটি, জাহাজডুবির কারণ ইত্যাদি বিষয়ে তরুণ প্রজন্মকে বৈজ্ঞানিক ধারণা দিতে জাহাজটি তৈরি করা হয়েছে।’

NEWAGE

NEWS

WEDNESDAY, MARCH 23, 2022, CHAITRA 9, 1428 BS

Titanic at science museum

Staff Correspondent

SCIENCE and technology minister Yeafesh Osman inaugurated a replica of Titanic ship floating in a small lake created in the south-east corner of the National Museum of Science and Technology compound in Dhaka on Tuesday.

The 60-foot long ship has been constructed at a cost of Tk 1 crore and 78 lakh on the occasion of Mujib Barsho, said a press release.

Director general of the museum Mohammad Munir Chowdhury said, 'The ship has been built not only for entertainment but also to give idea about the construction defects why the historic ship sank in the Atlantic in 1912.'

Science and technology minister Yeafesh Osman inaugurates a replica of Titanic ship in the National Museum of Science and Technology compound in Dhaka on Tuesday. —Press release